দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ ... 19 DEC 2016 ...
পৃষ্ঠা ... ৮ ... কলাম ... ৬ ...

এবার ক্ষুদে শিক্ষার্থীদের ভর্তিযুদ্ধ

ড. মো. হুমায়ুন কবীর

সারাদেশের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তি যে এখন রীতিমত যুদ্ধে পরিণত হয়েছে তা আর নতুন করে বলার কিছু নেই। এগুলোর মধ্যে রয়েছে, প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রথম শ্রেণিতে ভর্তি পরীক্ষা, সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে তৃতীয়, চতুর্থ, ষষ্ঠ, অষ্টম শ্রেণিতে ভর্তি পরীক্ষা, সপ্তম শ্রেণিতে ক্যাডেট কলেজসমূহে ভর্তি পরীক্ষা। তারপরে রয়েছে মাধ্যমিক পাসের পর নামি-দামি কলেজে ভর্তি পরীক্ষা, উচ্চ মাধ্যমিক পাসের পর উচ্চ শিক্ষার জন্য শুরু হয় আরেক দফা অন্য রকম 'ভর্তি পরীক্ষা'। এগুলো এখন খুবই প্রতিযোগিতাপূর্ণ হয়েছে, আর সে কারণেই এসব এখন ভর্তিযুদ্ধ নামেই বেশি পরিচিত। আর ধাপে ধাপে এসব প্রতিযোগিতা করতে করতে শিক্ষার্থীরা হাঁফিয়ে উঠেছে এবং অরা এখন এক প্রকার রোবটে পরিণত হয়েছে। আর এসব পরীক্ষার সাথী হয়েছে তাদের অভিভাবকবৃন্দ। তার উপর প্রতিবছরের শুরুতে জানুয়ারি মাসে নতুন সেশনে স্কুলগুলোতে শুরু হয় ক্ষুদে শিক্ষার্থীদের জন্য ভর্তিযুদ্ধ। আমরা অভিভাবকরাই আমাদের শিশুদের সোনালী অতীত এবং সুন্দর আগামী নষ্ট করে দিচ্ছি কিনা ভেবে দেখার সময় এসেছে। কারণ এখন একটি শিশু ভোরবেলায় প্রথমে ঘুম থেকে উঠে মাথায় পড়াশুনার চাপ নিয়ে আবার রাতে ঘুমাতেও যায় মাথায় পড়াশুনার চাপ নিয়ে। এটি শুধু অমানসিক বললে পুরোপুরি বলা হয়ে উঠে না একে অমানবিকও বলতে হবে। অথচ শৈশব ও কৈশোরে বাচ্চাদের হেসে খেলে বেড়ে উঠার পাশাপাশি স্বাভাবিক পারিবারিক ও প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা গ্রহণ করার কথা। কিন্তু তাদের সে রকম কোনো সুযোগই এখন আর দেখা যায় না। এক সময় গ্রামাঞ্চলের একজন শিশুবাচ্চা সকালে ঘুম থেকে উঠে স্কুলে যাওয়ার পূর্বেই সমবয়সীদের সাথে খেলাধুলায় মাঠে-ঘাটে হারিয়ে যেতো। তারপর স্কুলের সময় হলে কোনো রকম দৌড়ে কোনো দিন গোছল করে আবার কখনো গোছল ছাড়াই স্কুলে ছুটে যেতো। স্কুলে গিয়ে তাদের সহপাঠীদের সাথে পড়ার ফাঁকে ফাঁকে খেলায় মেতে উঠত। কিন্তু এখন আর সে রকমটি চোখে পড়ে না। গ্রাম-শহর সবই এখন একাকার। কোথাও আর খেলার মাঠই চোখে পড়ে না। সর্বত্রই এখন ইংরেজি শিক্ষা শুরু হয়ে গেছে, সেইসাথে ব্যাঙের ছাতার মতো সৃষ্টি হয়েছে বেসরকারি বিভিন্ন কিন্ডার গার্টেন স্কুল এবং কোচিং সেন্টার নামক ব্যবসা প্রতিষ্ঠান। কিন্তু তারপরও উপজেলা, জেলা ও রাজধানীতে বিভিন্ন নামি-দামি সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলোতে ভর্তির প্রতিযোগিতা এতোটুকুও কমেনি। আর আগেই উল্লেখ করেছি যে, বছর শুরুতে জানুয়ারি মাস এলেই অভিভাবকদের একপ্রকার বাড়তি তৎপরতা শুরু হয় তাদের সন্তানকে ভালো একটি প্রতিষ্ঠানে ভর্তি করানোর। সে লক্ষ্যেই শুরু হয় আরেক দফা ভর্তিযুদ্ধ। এবারেও (২০১৬) তার ব্যতিক্রম হয়নি।

রাজধানী ঢাকা ও বিভাগীয় শহরের ৩১৬টি সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে আগামী ২০১৭ সালের নতুন শিক্ষাবর্ষে ভর্তির জন্য অনলাইনে নির্ধারিত সময়ে সর্বমোট ৩ লাখ ৩০ হাজার আবেদন জমা পড়েছে। এর মধ্যে রাজধানীর ৩৫টি স্কুলে জমা পড়েছে ৭২ হাজার আবেদন। দেশের সব সরকারি মাধ্যমিক স্কুলে ৬৭ হাজার আসন রয়েছে। এর মধ্যে রাজধানীর স্কুলগুলোতে আসন রয়েছে ১২ হাজার। সারাদেশে ৩৩৫টি মাধ্যমিক বিদ্যালয় থাকলেও ৩১৬টিকে অনলাইন নেটওয়ার্কে আনা সম্ভব হয়েছে আর বাকিগুলোতে সুযোগ-সুবিধা না থাকায় সেগুলোতে ম্যানুয়েল পদ্ধতিতে ভর্তি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। উল্লেখ্য যে এখন মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক এবং উচ্চশিক্ষার প্রতিটি ভর্তি প্রক্রিয়াই অনলাইনে ডিজিটাল পদ্ধতিতে সম্পন্ন করা হয়ে থাকে। যার ফলে শিক্ষার্থী, সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান এবং অভিভাবক সবারই ভোগান্তি আগের তুলনায় অনেক কমে গেছে।

আগামী ২৪ ডিসেম্বর সারাদেশে একযোগে সকল প্রতিষ্ঠানে ভর্তি পরীক্ষা হওয়ার কথা রয়েছে। তবে প্রাইমারি পর্যায়ে প্রথম শ্রেণিতে ভর্তির ক্ষেত্রে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা অনুযায়ী কোনো রকম ভর্তি পরীক্ষা ছাড়াই শুধুমাত্র লটারির মাধ্যমে তা সম্পন্ন করছে। তবে আসন্ন এসব ভর্তির ক্ষেত্রে কোনো ধরনের স্বজনপ্রীতি কিংবা প্রশ্নপত্র যেন আউট হয়ে না যায় সেদিকে নজর রাখতে হবে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের। তাছাড়া সব ধরনের সরকার নির্ধারিত কোটা যেন সঠিকভাবে পূরণ করা হয় সেদিকেও সংশ্লিষ্ট সকলকে নজর রাখতে হবে। কারণ সরকারি স্কুলে ভর্তির অধিকার বাংলাদেশের প্রত্যেকটি নাগরিকের অধিকার। কারণ সরকারি প্রতিষ্ঠানে লেখাপড়ার জন্য সরকার পুরোটাই ভর্তুকি দিয়ে থাকেন। সেজন্য নামেমাত্র ফিতে পড়ার সুযোগ থাকে সেখানে। কিন্তু সেখানে যেহেতু উল্লেখযোগ্য সংখ্যক আসন নেই সে কারণেই হয় সকল বিপত্তি। কাজেই সীমিত পরিসরের এ সুযোগ থেকে যেন দরিদ্র অথচ মেধাবীরা বঞ্চিত না হয় সেদিকে নজর দিতে হবে।

● লেখক: ডেপুটি রেজিস্ট্রার,
জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয়
email: hkabirfmo@yahoo.com